NOV. 1 5 2001

ভোরের কাগজ

পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের আলোচনায় বক্তারা

উপাচার্য অপসারণের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেবো না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : প্রচলিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করে স্বৈরাচারী কায়দায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অপসারণের প্রতিবাদে গতকাল বুধবার পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজ আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, উপাচার্য পদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে এবং এই সম্মানজনক আসনকে কলঙ্কিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে আমরা প্রতিবাদের ঝড় তুলবো। বক্তারা বলেন, প্রচলিত আইন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপ-উপাচার্য নিয়োগ এবং অপসারণের ক্ষেত্রে চ্যান্সেলর/রাষ্ট্রপতির হাত বাধা। সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত চ্যান্সেলরের মাধ্যমে তিনি কাউকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দিবেন। প্রচলিত আইনে কোনো উপাচার্য নিজে পদত্যাগ না করলে চ্যান্সেলর তাকে অপসারণ করতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অপসারণের ঘটনাকে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, অনিয়মতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক এবং অবৈধভাবে এই অপসারণ করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, এই অগণতান্ত্রিক অবৈধ অপসারণ আমরা মেনে নেবো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনে জয়লাভের পরে যারা নিজেদের চরিত্র লুকিয়ে দলীয়করণের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল তাদের মুখোশ উন্মোচন করার সময় এসেছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে আয়োজিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষকসহ প্রায় সকল পেশার লোক হাজির হয়েছিল।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য তার বক্তব্যে বলেন, 'উপাচার্য পদে আমি নির্বাচিত হয়েছি স্বাধীন দেশের আইনের আওতায় আর আমাকে অপসারিত করা হলো ঔপনিবেশিক আমলের কালাকানুনের অপ্রচলিত আইনের আওতায়। এমনই দুর্ভাগ্য আমার? জাতিকে এর উত্তর দিতেই হবে।'

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, ঐ আইনের মূল কথা হলো যিনি রাজার তোয়াজ করবেন তিনিই ক্ষমতায় থাকবেন। যিনি করবেন না তিনি অপসারিত হবেন। এরপর তিনি বলেন, উপাচার্যরা কারো তোয়াজ করে চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধির চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করা তাদের কাজ। তাতে সরকার বা অন্য কেউ বিরাগভাজন হলে তাতে উপাচার্যদের কিছু আসে-যায় না। কেউ কোনো প্রকার খড়গ উপাচার্যের মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখলে তাতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়।

অপসারিত উপাচার্য তার বক্তব্যে আরো
পদে পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু সে
হতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আইনে
আওতায়। ঢা.বি আদেশ '৭৩-এর ১১(
ধারা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে তিন
কারণে সরকার নতুন একজন উপাচার্য নিযু
করতে পারে তার কোনোটাই আমার ক্ষে
ঘটেনি। অবৈধভাবে স্বৈরাচারী কায়দা
উপাচার্যের পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দি
সরকার আমাকে নয় উপাচার্যের পদে
কলঙ্কিত করেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদে
সকলের প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারি
উপাচার্যও প্রায় একই বক্তব্য উপস্থাপন ক
বলেন, সরকার মুখে গণতন্ত্রের ক
বললেও গণতন্ত্র চর্চা করতে ভয় পা
কেন?

ঢা.বি রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট ফোরাম নে
এবং ঢা.বির সিনেট ও সিন্ডিকেট সদ
এড. সৈয়দ আহমেদ বলেন, ঢা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ হাজার ৪২৫ জ
রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের ভোটে নির্বাচি
সিনেট সদস্য এবং অন্যান্যভাবে নির্বাচি
মোট ৮০ জন সিনেটররা মিলে তিন জনে
একটি উপাচার্যের প্যানেল তৈরি করেন
অপসারিত উপাচার্য এই তিন জনের মধ্যে
সর্বকালের মধ্যে রেকর্ডসংখ্যক সর্বো
ভোট পেয়ে উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছিলেন
তাকে চাইলেই রাষ্ট্রপতি/চ্যান্সেলর অপসার
করতে পারেন না। এখানে আইনের কা
তার হাত বাধা।

ঢা.বি সিনেট সদস্য মুক্তিযোদ্ধা ইসমা
কাদির গামা বলেন, এই সরকার ক্ষমতা
এসে অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিকভা
উপাচার্যদের অপসারিত করেছে কি
পূর্ববর্তী সরকার তা করেনি। প্রত্যেককে
তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে তা
পদে বহাল রেখেছে। এ প্রসঙ্গে তি
পিএসসির (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সাবে
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফায়েজসহ বিভি
দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

ঢা.বির তৎকালীন ভিসি অধ্যাপ
এমাজউদ্দীনকে অপসারণ করার অভিযো
প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাকে অপসারণ ক
হয়নি। সীমাহীন দুর্নীতি এবং অনিয়ম মাথা
নিয়ে ভয়ে তিনি পদত্যাগ করেন।

তিনি আরো বলেন, যদি তা
অপসারণই করা হতো তাহলে দলীয় লো
হিসেবে তৎকালীন উপ-উপাচার্য শহীদউদ্দী
আহমদকেও অপসারণ করা হতো। কি
সেটা করা হয়নি। অধ্যাপক এমাজউদ্দীনকে
অপসারণ করা হয়েছে এ বিষয়ে প্রমাণ করা
জন্য তিনি নবনিযুক্ত ঢা.বির উপাচার্যের প্রতি
চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবে
উপাচার্য অধ্যাপক মাযহারুল ইসলামে
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদে
মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শফিকু
রহমান, জা.বির অধ্যাপক আহমেদ রেজা
বিএমএ নেতা জামালউদ্দীন, প্রকৌশলী